Aslaf Academy

লেকচার ৩০ : বনু কুরাইযার উৎখাত নিয়ে সংশয় ।

কোর্সঃ সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

লেকচার ৩০ : বনু কুরাইযার উৎখাত নিয়ে সংশয় ।

বনি কুরাইজা যুদ্ধের বিচার -

নবিজি (সঃ) মদিনার শাসক হলেও আরব জাতি যাদের মধ্যে পৌত্তলিক, ইহুদি, খৃষ্টান, সাবাঈ, জ্ঞানপুজারী সবই ছিল, এসব জাতি ও গোত্রের পারস্পরিক যুদ্ধ, সংঘাত ও বিবাদ নিরসন করে একটি শান্তি ও নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা চাট্টিখানি বিষয় ছিল না। মিথ্যুকে যত মিথ্যাই প্রচার করুক, যত প্রচারনাই চালাক কিন্তু বাস্তব ঘটনা হচ্ছে দশ লক্ষ বর্গমাইলের বিস্তৃত ভূখণ্ডে যেখানে কৃষকেরা দখলদারিত্ব চালিয়েছিল, সেখানে নবীজির (সঃ) সুদীর্ঘ দশ বছরের অবিরাম চেষ্টা ও সাধনাকালে উভয় পক্ষের প্রানহানির পরিমাণ সংখ্যায় কোটি বা লাখ নয়, এমনকি দু হাজার চার হাজারও হয়নি। আজকাল নিউইয়র্ক ও লন্ডনের সড়ক ও রাজপথ সমূহে প্রতিদিন যত লোক গাড়ির চাকার তলে পড়ে পিষ্ট হয় সে পরিমাণও নয়। অথবা হিন্দুস্তানের সাধারন কোনো দাঙ্গায় লাশের যে বহর পড়ে সে পরিমাণও নয়। বরং সব মিলিয়ে এ দীর্ঘ সময়ে মাত্র ১৮০০ লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। এই হলো একজন পয়গাম্বরের খুনের ফিরিস্তি! বা নবিযুগে জিহাদে মৃত সংখ্যা।

আঠারশ সংখ্যার মধ্যে ওই শহিদ শিক্ষকরাও অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে নজদবাসী তাদের দেশে ওয়াজ-নসিহত এবং শিক্ষা প্রসারের জন্য আহবান করেছিল। তারা সেখানে পৌঁছার পর তাদের ৭০ জনকে শহীদ করে দেয়া হয়। এ সংখ্যায় ওই ১০ জন ধর্মপ্রচারক মুবাল্লিগরাও অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে 'রযী' নামক স্থানে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহিদ করা হয়।

আজ বনি কুরাইজার যুদ্ধস্থলকে 'মৃত্যু উপত্যকা' নাম দিয়ে দুনিয়াব্যাপী প্রোপাগাণ্ডা চালানো হচ্ছে। অথচ সেখানে অনিবার্যভাবে বনী কুরাইজার ইহুদিদের খোদ তাদের কিতাব ও শরিয়তের আলোকে এবং তাদের প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে প্রানদণ্ড দেয়া হয়েছে। তিন লাখ লোকের প্রাণহানীর ঘটনা ঘটেছে যে বিশ্বযুদ্ধে, সেখানে তো ইহুদিদের ষড়যন্ত্র ও ইন্ধনের কথা স্বীকৃত। তবুও তাদের নিয়ে কিছু মানুষের দরদ! পর্যায়ক্রমে পুরো বিষয়টিই তুলে ধরার চেষ্টা করব।

বনি কুরাইজার সন্ধি ভঙ্গকরণ -

নবীজি (সঃ) যখন মদিনায় আগমন করেছিলেন, তখন তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে এমন একটি চুক্তিপত্র লিখিয়ে ছিলেন, যেখানে ইহুদিদের নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল। তাদের সঙ্গেও একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছিল; যেখানে তাদের ধর্ম ও সম্পদ-সম্পত্তির সুরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। এই চুক্তিপত্রের বিশেষ কথা কী ছিল তা আমরা পূর্বে জেনেছি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বনি কুরাইজার নেতা কাব বিন আসাদ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং তার ও রসুলের মধ্যে যা কিছু সিদ্ধান্ত ছিল, তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়।

নবীজি যখন তাদের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ পান, তখন বনু আওসের নেতা সাদ বিন মুয়ায রা. ও খাযরাজের নেতা সাদ বিন উবাদাকে রা. আনসারদের কয়েকজনের সঙ্গে এই সংবাদ যাচাইয়ের জন্য পাঠালেন। আওস ছিল বনি কুরাইজার মিত্র। তারা সেখানে গিয়ে খোঁজ নিলেন এবং যতটুকু শুনেছিলেন তার চেয়ে আরো খারাপ অবস্থা পেলেন। তারা নবীজি (সঃ) সম্পর্কে অশোভন শব্দ ব্যবহার করে এবং তিক্ত ভাষায় কথা বলতে থাকে— সে কেমনে আল্লাহর রাসুল? আমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যে কোনো চুক্তি-প্রত্যয় নেই।[1]

এই ছিল তাদের ভাষা। তারা যুদ্ধের জন্যে রীতিমতো প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে এবং মুসলিমদের পিঠে পেছন থেকে ছুরি গেঁথে দিতে চাইছিল। এমনকি কুরআনে সুরা আহযাবে এসেছে— "যখন তারা তোমাদের ওপর আক্রমণোদ্যত হয়েছিলো উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি থেকে।" [2]

বনি কুরাইজায় অভিযান -

নবীজি (সঃ) বনি কুরাইজায় পৌঁছে তাদের অবরোধ করেন, যা লাগাতার পঁচিশ দিন ও রাত ধরে চলে। অবশেষে তারা এই অবরোধের কারণে সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে।

---

[1] সিরাতে ইবনে হিশাম, ২/২২০-২২৩

[2] আয়াত: ১০

বনি কুরাইজা নবীজিকে (সঃ) বার্তা পাঠায়— আপনি আমাদের কাছে বনি আমর বিন আওফকে (তারা আওসের মিত্র ছিল) - (অর্থাৎ,তাদের একজনকে, যার নাম আবু লুবাবা) পাঠিয়ে দিন, যেনো আমরা তার সঙ্গে নিজেদের ব্যাপারে পরামর্শ করতে পারি। তার সঙ্গে আলোচনা বিফল হয়। অবশেষে বনি কুরাইজা নবীজির (সঃ) সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। কিন্তু আওসের লোকেরা কিছুটা দ্বিমত করলে নবীজি (সঃ) এ দায়িত্ব সাদ বিন মুয়াযের রা. হাতে তুলে দেন। ইহুদিরাও তার বিচার অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেয়। কেননা, তার গোত্রের সাথে বনি কুরাইজার পূর্ব থেকেই ভালো সম্পর্ক ছিল, তিনি ছিলেন গোত্রের সর্দার। সাদ বিন মুয়ায রা. বললেন— ভাগ্যক্রমে সাদের হাতে এই সুযোগ এসেছে, আজ আসমানি নির্দেশের সামনে এখন সে কারো তিরস্কারের পরওয়া করবে না। আমি এই সিদ্ধান্ত দিচ্ছি, তাদের পুরুষদের হত্যা করা হোক, তাদের সম্পদ বিলিয়ে দেয়া হোক, শিশু ও নারীদের গোলাম বানানো হোক। নবীজি (সঃ) বললেন—তুমি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করেছ। [3]

সুতরাং সে-মতেই দণ্ড কার্যকর করা হয়। নিহতদের সংখ্যা ছিল ৮০০; যারা সকলেই যুদ্ধবাজ সৈনিক।

ইসরায়েলি বিধান অনুযায়ীও এই শাস্তি জরুরি ছিল -

এই ফয়সালা ইসরায়েলি শরিয়তের সামরিক বিধি মোতাবেকও ছিল বটে। কেননা, তাওরাতের ১০-১১-১২-১৩ বাণীতে আছে— "যখন তুমি কোনো শহরের কাছে এসে পৌঁছবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে, তবে প্রথমে তাকে সন্ধির বার্তা দাও। তাতে এমন হবে, যদি সে তোমার কথায় সাড়া দেয় যে, সন্ধিতে রাজি এবং দরোজা তোমার জন্য খুলে দেয়, তবে সমস্ত সৃষ্টি, যা সেই শহরে পাওয়া যাবে, তার জন্য তোমাকে বিনীতভাবে কর দেবে এবং তোমার সেবা করবে। আর যদি সে তোমার সঙ্গে সন্ধি না করে, বরং তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তা অবরোধ করো। এরপর যখন তোমার প্রভু তা তোমার হস্তগত করে দেবেন, তখন সেখানকার প্রত্যেক পুরুষকে তরবারির আঘাতে হত্যা করো; কিন্তু নারী,

[3] সিরাতে ইবনে হিশাম ২/২৩৯-২৪০

শিশু-কিশোর ও গৃহপালিত পশুগুলোকে এবং যা কিছু সেই শহরে থাকবে সব কাড়িত সম্পদ তোমার জন্যে নিয়ে নেবে।” [4]

অমুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে ন্যায়বানরাও এই বিচারকে সঠিক বলেছেন—

আর. ভি.সি. বোদলে এই ঘটনার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন— “মুহাম্মাদ (সঃ) আরবের সে দেশে একা ছিলেন। এই দেশটি আয়তনের বিচারে মার্কিন যুক্তরাষ্টের তিনভাগের একভাগ এবং এর জনবসতি ছিল পঞ্চাশ লাখ। তাদের কাছে এমন বাহিনীও ছিল না, যা লোকজনকে আদেশ পালন ও আনুগত্যের জন্যে বাধ্য করতে পারে; শুধু একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত সেনাদল ছাড়া, যার সৈন্যসংখ্যা ছিলো তিন হাজার। এই সেনাদলও সম্পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত ছিল না। এদিক বিবেচনায় মুহাম্মাদ যদি এক্ষেত্রে শৈথিল্য ও উদাসীনতার প্রশ্রয় দিতেন এবং বনি কুরাইজাকে তাদের চুক্তিভঙ্গের কারণে কোনোরূপ শাস্তি দেওয়া ছাড়াই ছেড়ে দিতেন, তবে জাযিরাতুল আরবে ইসলামের টিকে থাকা দুষ্কর হতো। সন্দেহ নেই যে, ইহুদিদের হত্যার বিষয়টি বেশ কঠোর ছিল। কিন্তু এটা ধর্মের ইতিহাসে কোনো নতুন ঘটনা ছিল না এবং মুসলিমদের প্রেক্ষাপটে এ কাজের পূর্ণ বৈধতা বিদ্যমান ছিল। এর ফলে অন্যান্য আরব গোত্র ও ইহুদি গোষ্ঠী কোনোরূপ চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করার পূর্বে বারবার ভাবতে বাধ্য হয়। কেননা, তারা এর করুণ পরিণতি দেখে নিয়েছিল, নিজ চোখে চাক্ষুস করেছিল, মুহাম্মাদ তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার শক্তি রাখেন। (‘দ্য মেসেঞ্জার : দ্য লাইফ অব মুহাম্মাদ)

সারকথা -

তাওরাত বা ইহুদি নীতি উল্লেখের পর আশা করবো এ বিষয়ে আর ধোঁয়াশা থাকার কথা না। কিন্তু কিছু মানুষ এরপরও ব্লগে বা নানান জায়গায় ইসলামের বিরুদ্ধে কথা রটিয়ে যাবে। নবিজিকে দোষী সাব্যস্ত করতে থাকবে। আমাদের না জানা কিছু মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস ও করবে। আমাদের দুর্ভাগ্য এটাই যে, আমরা আমাদের সমাজে এসব জ্ঞানপাপীদের পালি।

[4] পবিত্র গ্রন্থ, বাইবেল সোসাইটি, ১৮৮২ সন

এদের কলমের খোঁচায় যা-ই বের হয়, গোগ্রাসে গিলতে থাকি। ভুলে যাই নিজের আদর্শ ও ধর্মীয় চেতনা। আল্লাহ আমাদের মাফ করুন। সিরাতের এই ঘটনা নিয়ে কয়েক বছর আগেও বাংলাদেশে বেশ জলঘোলা হয়েছে। আমার অডিয়েন্সের কেউ ভুল না বোঝেন, এজন্য বিষয়টা ক্লিয়ার করা হলো। আল্লাহ আমাদের বোঝার তাওফিক দান করুন। [5]

[5] বিস্তারিত বোঝার জন্য পড়ুন - আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ পৃ. ২৬০-২৬৪